

প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে ব্রির বক্তব্য

গত ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বার্তায় প্রকাশিত 'ভায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ছে বোরোর জনপ্রিয় দুই জাত' শীর্ষক প্রতিবেদনের বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। প্রতিষ্ঠানটি তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেছে— ভায়াবেটিস রোগটি যেহেতু শরীরের গঠন (টাইপ-১) এবং অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নিঃসরণের ওপর নির্ভর করে (টাইপ-২), সেহেতু ভাত খাওয়ার ওপর তা কোনোভাবেই নির্ভর করে না, তা ব্রি ধান২৮ বা ব্রি ধান২৯ যে জাতই হোক না কেন। এছাড়া ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯-এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) বেশির (৫৯ দশমিক ৬ ও ৭৭) যে কথা বলা হয়েছে, তা আতপ চালের বেলায় হয়তো সত্য। কিন্তু সিদ্ধ চালের বেলায় এর পরিমাণ অনেক কম। ব্রি, বারভেম এবং এনরিকা, ভেনমার্কারের দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে, গ্লাইসেমিক ইনডেক্স আতপ চালের চেয়ে সিদ্ধ চালে ১৬-৩০ শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে। ব্রি সিদ্ধ অবস্থায় ধান২৯-এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৫৩ দশমিক ৫, যা লো জিআই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। ব্রি ধান২৮-এর ক্ষেত্রে তা অবশ্যই আরো অনেক কম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে প্রায় ৯৯ ভাগ মানুষ সিদ্ধ চালের ভাত খায়, যার প্রায় সবই লো জিআইভুক্তই হবে। এ বিবেচনায়ও ভাত খাওয়ার সঙ্গে ভায়াবেটিস হওয়া-না হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রামে যারা দিনে তিনবার ভাত খায়, তাদের ভায়াবেটিস কোনোভাবেই শহরে যারা দিনে একবার ভাত খায়, তাদের চেয়ে বেশি নয়। বরং শতকরা ১২ ভাগ ভায়াবেটিস রোগীর ১০ ভাগই শহরে বাস করে। উপর্যুক্ত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট বলা যায়, ভাত তথা সুনির্দিষ্ট ধানের কোনো জনপ্রিয় জাতকে ভায়াবেটিস রোগ হওয়ার জন্য দায়ী করার কোনো কারণ নেই।

ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯ জাত দুটি হতে যেখানে দেশের প্রায় অর্ধেক ভাতের চাহিদা পূরণ হয়, সেগুলো সম্পর্কে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হলো।

প্রতিবেদকের বক্তব্য: প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নিজস্ব কোনো মতামত নেই। গবেষণার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।